|  |
| --- |
| **অধ্যায়-৩**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ |

**১.০ ভূমিকা**

শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের উদ্যোগ অব্যাহত রেখেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার পরিধি ও গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহিত পদক্ষেপসমূহের অধিকাংশই শিশুদের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে ‘মাধ্যমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, নীতিমালা ও প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন; শিক্ষাখাতের বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন; মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ; মেধাবৃত্তিসহ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্রডব্যান্ড সংযোগ, মাল্টিমিডিয়া বই, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে আইসিটির ব্যবহার; শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় আইসিটির বাস্তব প্রয়োগ সম্প্রসারণ এবং শিক্ষানীতির বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়ন। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিশুদের উন্নয়নে ও শিশু বাজেট বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

২.০ জাতীয় নীতি/কৌশলের আলোকে শিশুদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ

| **জাতীয় নীতি/কৌশল ও বিবরণ** | **কার্যক্রমসমূহ** |
| --- | --- |
| জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ এ বিবৃত শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশলসমূহ নিম্নরুপ:* শিক্ষার্থীদের অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা;
* কম সুযোগপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য অগ্রসর শিক্ষার্থীদের অনুরূপ সুযোগ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ;
* শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত পর্যায়ক্রমে ২০১৮ সালের মধ্যে ১:৩০ এ উন্নীতকরণ;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তথ্যপ্রযুক্তি, যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের সুবিধা প্রদান;
* মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি বাধ্যতামূলক করা।

৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা খাতের উদ্দেশ্য ও কৌশলসমূহ নিম্নরুপ:* মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নত করা;
* মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বাড়ানো এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে সমতা আনয়ন;
* সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়ন;
* শিক্ষাদানের মান উন্নীতকরণ;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির হার বাড়ানো;
* ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো।

এস.ডি.জি.তে শিশু উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাখাতের লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরুপ:* সকল ছেলে ও মেয়ের জন্য বিনাখরচে/ নিখরচায় (free) ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন নিশ্চিত করা;
* শিশু, প্রতিবন্ধী ও জেন্ডার সংবেদনশীল এবং নিরাপদ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর শিখন পরিবেশ সম্বলিত শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন।
 | * সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ;
* জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ পালন;
* কম সুযোগপ্রাপ্ত এলাকায় (হাওর, চরাঞ্চল, উপকূল, পার্বত্য এলাকায়) শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ;
* বিভাগের অধীন বিভিন্ন সংস্থার আওতায় গৃহিত প্রকল্পের মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীদের মাঝে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত সরঞ্জাম বিতরণ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন;
* মাধ্যমিক শিক্ষার সব ধারাতে জন-সমতাভিত্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে মৌলিক বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম অন্তর্ভুক্ত করে এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পরিমার্জন;
* শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ;
* নির্ধারিত সময়ে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশ;
* ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিশিক্ষক নিয়োগ;
* ১লা জানুয়ারি তারিখে সকল শিক্ষার্থীর নিকট বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ও জাতীয়ভাবে দিবসটি উদযাপন;
* অনগ্রসর এলাকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন;
* মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের (স্কুল ও কলেজ) ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ এবং আসবাবপত্র সরবরাহ;
* বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;
* উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন;
* মাধ্যমিক স্তরে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী স্তরে ছাত্রীদের উপবৃত্তি-বৃত্তি প্রদান;
* শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের টয়লেট তৈরি;
* প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য র‍্যাম্প তৈরি।
 |

৩.০ শিশুবাজেট বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে গত তিন বছরের অর্জন

২০১৭, ২০১৮ ও ২০১৯ সালে ১২ কোটি ৮৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৫৭ জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১০৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার ২৮৯টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। ৩১৫টি বেসরকারি বিদ্যালয়কে মডেল বিদ্যালয়ে রুপান্তর করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। ২০১২ সাল হতে এ পর্যন্ত ৩৩৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ২০১৮ সালে ২৯৯টি কলেজ সরকারিকরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছর হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিশেষ অনুদান প্রদানের আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে গ্রহণ এবং মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে অর্থ বিতরণ করা হচ্ছে। সমসাময়িক বৈশ্বিক প্রবণতার পরিপূরক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ইন্টারনেট-নির্ভর ইন্টারেকটিভ পাঠদান চালু, ভর্তি কার্যক্রম অনলাইনে সম্পাদন এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন করে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রতিযোগিতায় সক্ষম মানবসম্পদ সৃষ্টিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কাজ করছে। ইতোমধ্যে ১২৫টি উপজেলায় আই.সি.টি. রিসোর্স সেন্টার, ৩৫৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব ও ৩২৬৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে।

**৪.০ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ**

(বিলিয়ন টাকা)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট** **2020-21** | **বাজেট** **2019-20** | **প্রকৃত****2018-19** |
| বিভাগের মোট বাজেট |  | 296.25 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 196.97 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 99.28 |  |
| বিভাগের বাজেটে শিশু সংশ্লিষ্ট অংশের বাজেট |  | 223.81 |  |
| পরিচালন বাজেট |  | 148.81 |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  | 75.00 |  |
| জাতীয় বাজেট |  | **5,232** |  |
| জিডিপি |  | 28859 |  |
| জাতীয় বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 18.13 |  |
| বিভাগের বাজেট (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 1.03 |  |
| বিভাগের বাজেট (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 5.66 |  |
| বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জিডিপি’র শতকরা হার) |  | 0.78 |  |
| বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (জাতীয় বাজেটের শতকরা হার) |  | 4.28 |  |
| বিভাগের বাজেটের শিশু সংশ্লিষ্ট অংশ (বিভাগের মোট বাজেটের শতকরা হার) |  | **75.55** |  |

**সূত্রঃ অর্থ বিভাগ**

বিভাগের পরিচালন বাজেটের অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে, যার বেশিরভাগই শিশু-কেন্দ্রিক। এই বিভাগের মোট বাজেটের শিশু-সংবেদনশীল অংশ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৬৬.৬১ শতাংশ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কিছুটা বেড়ে ৬৬.৭৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৫.০ উত্তম চর্চা

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| স্টুডেন্টস কেবিনেট:**মন্টি বর্মণ একাদশী এক কিশোরী। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার দিঘির পাড় ইউনিয়নের শিইয়ালদীর পাড় গ্রামে এক গৃহহীন দরিদ্র জেলে পরিবারে তার জন্ম। এক টুকরো ভিটে আছে ঘর নেই। কোনভাবে বাঁশের চাটাই দিয়ে মোড়া একটু আশ্রয়স্থল। ঘোড়াউত্রা নদীর পাড়ে অবস্থিত এ গ্রামটি মূলত জেলে পাড়া নামে খ্যাত। বাবা জেলে বদন বর্মণ ও মা নিসা রানী বর্মণ গৃহিনী। ডাক্তার হয়ে জনসেবা করার একবুক স্বপ্ন নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গন্ডি পেড়িয়ে মাধ্যমিকে পা রাখল মন্টি। নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুল মন্টির স্বপ্নের লালনভূমি। একদিন নামকরা ডাক্তার হয়ে গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াবে, সেবা করবে এই ছিল তার ব্রত। বাবার মাছ ধরার একমাত্র নৌকাটিই হাওড়, বিল ও নদীর বুকে তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কত স্বপ্ন জড়িয়ে আছে আম কাঠের এই নৌকাটির সাথে। একদিন বাবা চলে গেলেন না ফেরার দেশে। এই নৌকাটি দিয়ে মাছ ধরে সংসার চালাতেন বদন বর্মণ। তা আজ স্থবির হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল মন্টির পড়াশোনা। থেমে গেল ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। ক্ষীণ হয়ে গেল পাঞ্জেরী। এখন ভাই গজেন্দ্র বর্মণের সাথে জাল নিয়ে মাছ ধরতে বিল, হাওড় ছুটে বেড়ায় মন্টি। ভাই বিয়ে করে চলে গেল ছোট বোন আর মাকে রেখে। অভাবের সংসার। মা সংসার চালাতে মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পাতলেন। ছয় মাস স্কুলে যাওয়া হয়না মন্টির।** **৮ আগস্ট ২০১৫ সালে প্রথম স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নাজিরুল ইসলাম কলেজিয়েট স্কুলে। নির্বাচিত ৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় স্টুডেন্টস কেবিনেট। স্টুডেন্টস কেবিনেট সদস্যদের প্রথম অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় বিদ্যালয়ের ঝড়ে পড়া (**Drop out**) ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা করে বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে হবে। স্টুডেন্টস কেবিনেট টিম মন্টির বাড়ী গেল। একটি ঘর নির্মাণ করে দেয়া হলো মন্টিকে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুদের মানসিক ও আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয়ে ফিরে আসলো মন্টি। আবার মন্টি তার সেই লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য পড়াশোনা শুরু করল। সেই একাদশী কিশোরিটি এখন ষোড়শী। দশম শ্রেণির ছাত্রী। বুক ভরা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুরা সাথে আছে।****এভাবেই দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসায় কাজ করে যাচ্ছে স্টুডেন্টস কেবিনেটের বন্ধুরা। ঝড়ে পড়া স্বপ্নগুলোকে সহযোগিতার আলো দিয়ে পথ দেখানো, শিশুকাল থেকে গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, অন্যের মতামতের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষকমণ্ডলীকে সহায়তা করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শতভাগ ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি ও ঝড়ে পড়া (**Drop out**) রোধে সহযোগিতা করা; শিখন-শিখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ উন্নয়ন কর্মকান্ডে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্টুডেন্টস কেবিনেট বদ্ধপরিকর।**

|  |  |
| --- | --- |
| **222 - Copy - Copy (1).jpg** | **a - Copy (2).jpg** |

 |

৬.০ শিশু কেন্দ্রিক বাজেট বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের চ্যালেঞ্জসমূহ

* বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট শিশু বিষয়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অনাপত্তি/সম্মতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অনেক প্রকল্পের আওতায় ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়ে থাকে। ফলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।
* নতুন কোন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে জমি অধিগ্রহণ/প্রাপ্তি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে থাকে।
* অনেক সময় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিশুদের ব্যবহার্য নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয় না। ফলে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। এতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপশি ঐ সকল অবকাঠামো থেকে উপকার পেতে বিলম্ব হয়ে থাকে।

৭.০ শিশু কেন্দ্রিক উন্নয়নের পরিকল্পনাসমূহ

| **পরিকল্পনার মেয়াদ** | **পরিকল্পনার আলোকে গৃহিতব্য কার্যক্রম** |
| --- | --- |
| ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা | * সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশের ১২ জন সেরা প্রতিভা ছাত্র/ছাত্রী নির্বাচন করা হয়। যাদের প্রত্যেককে ১ (এক) লক্ষ করে টাকা ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ১২ জন সেরা প্রতিভা প্রতিবছর বিদেশে শিক্ষা সফরে যায়। প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে;
* শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করতে দেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের স্ব স্ব ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিবারের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ আয়োজন করা হবে;
* স্কুল, কলেজ স্তরের ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়ে প্রতিবছর শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় আগামি ২০১৯-২০ অর্থবছরেও এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে;
* শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টির জন্য অন্যান্য বছরের ন্যয় ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে ৩৫.৪৫ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে;
* ঝরে পড়ার হার হ্রাস করা এবং ছাত্রীদের বাল্য বিবাহ রোধকল্পে ২০১৯-২০ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ের ৪৬.৬৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে।
 |
| মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা | * ৩০০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং ৩২৫০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্ধমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট ৬২৫০টি বেসরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি এবং পরিবেশ উন্নত করা হবে। এর জন্য ব্যয় হবে প্রায় ১৬ হাজার কোটি টাকা;
* নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ/উর্ধ্ধমুখী সম্প্রসারণ, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বই-পুস্তক, খেলাধুলার সরঞ্জাম, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে ৩২৩টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি করা হবে;
* প্রায় ২৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে, যার মাধ্যমে শিশু শিক্ষার্থীরা আত্মমর্যাদাবান, দেশ প্রেমিক ও আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পাবে।
 |
| দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা | * দেশের ৩টি পার্বত্য জেলার বিদ্যমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হবে এবং চাহিদা অনুযায়ী নতুন আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। চাহিদা নিরুপণের লক্ষ্যে ১টি সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে;
* নতুন একাডেমিক ভবন ও হোস্টেল ভবন নির্মাণের মাধ্যমে হাওর এলাকা এবং চরাঞ্চলের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। এ ছাড়া হাওর এলাকার নির্বাচিত ১০টি উপজেলা সদরে নতুন ১০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে;
* এম.পি.ও. ভুক্ত বালিকা বিদ্যালয়সমূহে সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে মেয়ে শিশুদের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।
 |

৮.০ উপসংহার

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, শিক্ষাবোর্ড, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ শিক্ষার্থী-শিক্ষকের সমন্বিত তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও ই-সেবা চালুকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত শিক্ষাতথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মন্ত্রণালয়, সংস্থাসমূহ ও বোর্ডসমূহের মধ্যে অনলাইন তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের পাঠদানসহ অন্যান্য কার্যক্রমের মনিটরিং ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা যাবে। মাতৃভাষার পাশাপাশি বিদেশী ভাষার দক্ষতা শিশুদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে আরো বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদেরকে জাতীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবেই মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ একটি শিক্ষিত, দক্ষ, আত্ন-নির্ভরশীল, আত্ন-মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ভবিষ্যত প্রজন্ম গঠনের উদ্দেশ্যে শিশুদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।